ইসলামী জীবন-ধারা

বিভাগ/অধ্যায়ঃ মহিলার সাজ-সজ্জা

রচয়িতা/সঙ্কলকঃ আবদুল হামীদ ফাইযী

হাত ও তার অলঙ্কার

মেহেন্দি লাগিয়ে হাত রঙিয়ে রাখাই মহিলার কর্তব্য। যাতে মহিলার হাত থেকে পুরুষের হাত পৃথক বুঝা যায়। রাসুল (ﷺ) এর যুগে মহিলারা মেহেন্দি দ্বারা রঙিয়ে রাখত।

হাতের চুড়ি প্রচলিত ছিল তখনও। অবশ্য তা বিবাহিত মহিলা চিহ্নরূপে প্রচলিত ছিল না। বলাই বাহুল্য যে, বিবাহিত মহিলার হাতে চুড়ি রাখা জরুরী ভাবা, চুড়ি খুললে স্বামীর কোন ক্ষতি হবে ধারণা করা অথবা হাত খালি করতে নেই মনে করা শির্ক ও বিদআত।

যেমন বেগানা পুরুষের হাতে চুড়ি পরা মুসলিম মহিলার জন্য হারাম ও অতি ধৃষ্টতার পরিচয়। হারাম হল চুড়ির ঝন্ঝনানি দ্বারা পর-পুরুষের মন ও দৃষ্টি আকর্ষণ করা।

হাতের বাজুতে বাজুবন্দ বা আর্মলেট, হাতে ঘড়ি বা ব্রেসলেট ব্যবহার অবৈধ নয়। তবে তা বেগানা পুরুষের চোখের সামনে গোপন করতে হবে।

অনেকের মতে মহিলার কব্জি পর্যন্ত উভয় হাতও গোপনীয় অঙ্গ। অতএব তা বেগানা পুরুষের সামনে বোরকা বা চাদর দ্বারা অথবা হাত মোজা বা দস্তানা দ্বারা পর্দা করা ওয়াজেব। আল্লাহর রসূল (ﷺ) এর যুগে মহিলারা দস্তানা ব্যবহার করত। তাই ইহরামের সময় তা পরতে নিষেধ করা হয়েছে।

হাতের চামড়া দেগে বা সূচিবিদ্ধ করে নকশা করা বা উলকি আঁকা বৈধ নয়। এমন যে করে ও করায় সে অভিশপ্তা।

হযরত ইবনে মসঊদ (রাঃ) বলতেন, ‘(হাত বা চেহারায় সুচ বিদ্ধ করে) যারা উলকি-নকশা করে দেয় অথবা করায়, চেহারা থেকে যারা লোম তুলে ফেলে (বা ভ্রূ চাঁছে), সৌন্দর্য আনার জন্য যারা দাঁতের মাঝে ঘসে (ফাঁক ফাঁক করে) এবং আল্লাহর সৃষ্টি-প্রকৃতিতে পরিবর্তন ঘটায় (যাতে তাঁর অনুমতি নেই) এমন সকল মহিলাদেরকে আল্লাহ অভিশাপ করুন।’

বনী আসাদ গোত্রের উম্মে ইয়াকূব নামক এক মহিলার নিকট এ খবর পৌঁছলে সে এসে ইবনে মাসউদ (রাঃ) কে বলল, ‘আমি শুনলাম, আপনি অমুক অমুক (কাজের) মহিলাদেরকে অভিশাপ করেছেন।’ তিনি বললেন, ‘যাদেরকে আল্লাহর রসূল (ﷺ) অভিশাপ করেছেন এবং যার উল্লেখ আল্লাহর কিতাবে রয়েছে তাদেরকে অভিশাপ করতে আমার বাধা কিসের?’ উম্মে ইয়াকূব বলল, ‘আমি (কুরআন মাজীদের) আদ্যোপান্ত পাঠ করেছি, কিন্তু আপনি যে কথা বলছেন তা তো কোথাও পাইনি।’ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন, ‘তুমি যদি (গভীরভাবে) পড়তে, তাহলে অবশ্যই সে কথা পেয়ে যেতে। তুমি কি এ আয়াত পড়নি?’

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا

অর্থাৎ, রসূল তোমাদেরকে যা(র নির্দেশ) দেয় তা গ্রহণ (ও পালন) কর এবং যা নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক।”[1]

উম্মে ইয়াকূব বলল, ‘অবশ্যই পড়েছি।’ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন, ‘তাহলে শোন, তিনি ঐ কাজ করতে নিষেধ করেছেন।’ মহিলাটি বলল, ‘কিন্তু আপনার পরিবারকে তো ঐ কাজ করতে দেখেছি।’ ইবনে মসঊদ (রাঃ) বললেন, ‘আচ্ছা তুমি গিয়ে দেখ তো।’

মহিলাটি তাঁর বাড়ি গিয়ে নিজ দাবী অনুযায়ী কিছুই দেখতে পেল না। পরিশেষে ইবনে মসঊদ (রাঃ) তাকে বললেন, ‘যদি তাই হত তাহলে আমি তার সাথে সহবাসই করতাম না।[2]

ফুটনোট

[1]. সূরা হাশর-৫৯:৭

[2]. বুখারী তাওহীদ পাবঃ হা/৪৮৮৬, মুসলিম আল-মাকতাবাতুশ-শামেলা হা/২১২৫, আসহাবে সুনান

Source — https://www.hadithbd.com/books/link/?id=7884

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন